শ্রীশ্রীইথুপূজা ব্রতকথা।

অক্ষয় কুমার সেন প্রণীত।

প্রকাশক—শ্রীশরৎ কুমার সেন।
১১২ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।
সন ১৩২৫ সাল।

শ্রীশ্রীইথুপূজা ব্রতকথা।

অক্ষয় কুমার সেন প্রণীত।

প্রকাশক—শ্রীশরৎ কুমার সেন।
১১২ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।
সন ১৩২৫ সাল।

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

শ্রীশ্রীইথুপূজা ব্রতকথা।

'বিনা ধনেন সংসারং নয়নেন বিনা বপুঃ।
ধিয়া বিনা বৃথা জন্ম বিনাকৃষ্ণেন জীবনং॥

শিরে ধরি শ্রীগুরু শ্রীপাদপদ্ম রজে। প্রণমিয়ে দেব দ্বিজ চরণ পঙ্কজে॥ জনক জননী পদে করি প্রণিপাত। বন্দিয়ে কবীন্দ্রকুল করি যোড় হাত॥ ইথুপূজা ব্রতকথা কহিব বিস্তার। শ্রবণে দারিদ্র্য দুঃখে পাইবে নিস্তার॥ ধন বিনা সংসার অসার অন্ধকার। নেত্রহীন তনু যথা দুঃখের আধার॥ বুদ্ধিহীন জন্মে যথা নাহি প্রয়োজন। কৃষ্ণ নাম বিনা যথা বৃথায় জীবন॥ অর্থ হেতু স্বার্থ কত হয় যে সাধনা। চতুর্ব্বর্গ মাঝে অর্থ দ্বিতীয় গণনা॥ শুনহ সকল লোক হয়ে এক

কথারম্ভ।

অবন্তী দেশেতে ধাম ব্রাহ্মণ তনয়। অতি ঘোর দৈন্যদশা দুঃখে কাল যায়॥ পতিব্রতা পত্নী, দুই দুহিতা রতন। এই তিন ব্রাহ্মণের নিজ পরিজন॥ চিরদিন ভিক্ষাবৃত্তি করি আচরণ। অতি কষ্টে করে দ্বিজ দিবস যাপন॥ দৈবযোগে এক-দিন ঘটে পরমাদ। পিষ্টক খাইতে হলো ব্রাহ্মণের সাধ॥ বহু কষ্টে তণ্ডুলাদি করি আহরণ। আর কিছু তৈল গুড় করি আনয়ন॥ ব্রাহ্মণীর কাছে আসি কহে উভরায়। পিষ্টক গড়িতে আজি হইবে তোমায়॥ পতি অভিলাষ শুনি ব্রাহ্মণীর

স্বামী অভিলাষ পূর্ণ করি কোনমতে ॥ পতিব্রতা রমণীর পতিপদ সার। পিষ্টক গড়িতে বামা করে আগুসার ॥ ব্রাহ্মণ কহিলা আমি যাইব বাহিরে। প্রস্তুত হইলে পিটা আসিব অচিরে ॥ এত বলি যায় দ্বিজ ঘরের পশ্চাতে। কপট ভাবেতে তথা রহে গোপনেতে ॥ পিটা ভাজিবার শব্দ যত কানে যায়। ভূমিতলে দাগ মারে লৌহ শলাকায় ॥ এক দুই তিন চারি গণিয়া গণিয়া। পিষ্টকের সংখ্যা রাখে মনেতে করিয়া ॥ পিটা গড়া সাঙ্গ হলে কন্যা দুটী আসি। দুইখানি খেতে দোঁহে হলো অভিলাষী ॥ কন্যাদের অভিলাষে ব্রাহ্মণীর ত্রাস। কি জানি আসিয়া দ্বিজ পাড়ে সর্ব্বনাশ ॥ পরম পাষণ্ড সেই দ্বিজ অর্ব্বাচীন। এককালে দয়া মায়া মমতা বিহীন ॥ তথাপি জননী স্নেহে শিশু আকিঞ্চনে। দুইখানি দিতে সাধ হলো দুইজনে ॥ প্রমাদ পড়িবে ইথে ভাবিয়া নিশ্চল। দুঃখ তাপে ব্রাহ্মণীর চক্ষে বহে জল ॥ অপকৃষ্ট একখানি দুই খণ্ড করি। দোঁহাকে দিলেন খেতে রোদন সম্বরি ॥ কিছুক্ষণ পরে দ্বিজ আসিয়া সত্বরে। পিটা আন বলি কহে ব্রাহ্মণী গোচরে ॥ সভয়ে

নির্ব্বন্ধ কভু না যায় খণ্ডন। পিষ্টকের সংখ্যা দ্বিজ করয়ে গণন ॥ একখানি পিট নাহি মিলে কি কারণ। পত্নীর উপরে করে তর্জ্জন গর্জ্জন ॥ পতিব্রতা সতী সেই না জানে শঠতা। পতির নিকটে সব কহে সত্য কথা ॥ কিছু না বলিয়া দ্বিজ করিল আহার। অন্তরের কোপ কিন্তু রহিল তাহার ॥ কিছুদিন যায় দ্বিজ কহে বনিতায়। কেমনে কাটিবে দিন এমন দশায় ॥ কন্যাদ্বয়ে রেখে আসি মাসী পিসি ঘর। কিছু নাহি হোক খেতে পাবে দিনান্তর ॥ কয়দিন হতে সতী উচাটন মন। ডানি চক্ষু ডানি বাহু নাচে ঘনে ঘন ॥ পতির বচনে পড়ে শিরে বজ্রাঘাত। শোকে-ভরে দুই চক্ষে হয় অশ্রুপাত ॥ অন্তরে জানিয়া সতী কান্দিল বিস্তর। মিনতি করিলা বহু হইয়া কাতর ॥ পরম পাষণ্ড দ্বিজ না দিল উত্তর। কন্যাদ্বয়ে লয়ে যায় ঘোর বনান্তর ॥ ক্রমেতে পশিলা গিয়া নিবিড় কানন। সেই খানে তাহাদের দিবে বিসর্জ্জন ॥ পথশ্রমে কন্যা দুটী চলিতে না পারে। কত পথ আছে বাবা কহে বারে বারে ॥ ক্রমশঃ লুলিত অঙ্গ নিদ্রার আবেশে। পিতার সহিত দোঁহে বৃক্ষ-

গভীর ॥ ছন্নমতী পিতা এবে ভাবে মনে মন। এইখানে দুইজনে দিব বিসর্জ্জন ॥ ধীরে ধীরে ভূমিতলে রাখি দুইজনে। পলাবার পথ দ্বিজ ভাবে মনে মনে ॥ ভগ্ন শম্বুকের খণ্ড অলক্তক নুটি। চারিদিকে ছড়াইয়া যায় গুটি গুটি ॥ নিদ্রাভঙ্গে দুইজনে কাঁদে উভরায়। কোন স্থানে অন্বেষিয়া না দেখে পিতায় ॥ কনিষ্ঠা কহিলা বাঘে খেয়েছে পিতায়। চারিদিকে রক্ত অস্থি এই দেখা যায় ॥ জ্যেষ্ঠা বলে পিতা দোঁহে দিলা বনবাস। পিটা খেয়েছিনু বলে এই সর্ব্বনাশ ॥ কাঁদিতে কাঁদিতে দোঁহে নিশা অবসানে। চলিতে লাগিলা পথ কোথায় কে জানে ॥ ভ্রমিতে ভ্রমিতে পথে দেখে আচম্বিত। সম্মুখেতে রাজবাটী প্রস্তর গঠিত ॥ তাহার সম্মুখে দেখে দীর্ঘ সরোবর। রাজপুত্র পক্ষী মারে লয়ে ধনুঃশর ॥ হিংচা কলম্বীর দাম শোভে চারিভিতে। নানা জাতি বৃক্ষ লতা না পারি গণিতে ॥ স্বচ্ছ সরোবর সেই পরম গভীর। মহিষী কঙ্কন পাতে উঠে যার নীর ॥ কন্যাদুটী রাজদ্বারে হলো উপনীত। ক্রমেতে সাক্ষাৎ হলো মহিষী সহিত ॥ বৃদ্ধা ব্রাহ্মণের কন্যা তথা বাস করে। কন্যাদ্বয়ে দিলা রাণী তাঁহার

পুণ্যমাস কার্ত্তিকের হলো অবশেষ। বিষ্ণুপদী সংক্রমণ তাহাতে বিশেষ॥ রাজগৃহে ইথুপূজা, নানা আয়োজন। শঙ্খ ঘণ্টা ঢাক ঢোল বাজে অনুক্ষণ॥ মৃত্তিকার পাত্রে যুগ্ম ঘটের স্থাপনা। ধূপ দীপ গন্ধ মাল্য বস্ত্র অগণনা॥ গাঁদা কুসুমের মাল্য আনে ভারে ভার। হেমন্ত গৌরব সব উদ্যানের সার॥ কন্যা দুটী রাজগৃহে সদা আসে যায়। ইথুপূজা আয়োজন দেখিবারে পায়॥ কিছু কিছু দ্রব্যজাত মাগিয়া লইয়া। ছেলে খেলা ইথুপূজা করে ঘরে গিয়া॥ ভক্তির অধীনা দেবী সম্পদের নন। বালিকা কুমারী বেশে দেন দরশন॥ বর মাগ বলি মাতা সুধান দোঁহারে। কন্যা দুটী বলে ধনী করহ পিতারে॥ তথাস্তু বলিয়া দেবী হন অন্তর্ধান। পুনঃ রবিবার ঘটে হন অধিষ্ঠান॥ বর মাগ বলি পুনঃ সুধান দোঁহারে। দোঁহে বলে সুবিদ্বান করহ পিতারে॥ তৃতীয় বাসরে পুনঃ পূজা আয়োজন। পুনরায় আসি মাতা দেন দরশন॥ কন্যা দুটী বলে যদি বর দিবে মাতা। অতি শীঘ্র পুত্রবান হন মম পিতা॥ তথাস্তু বলিয়া দেবী হন অন্তর্ধান। চতুর্থ বাসর রবি ঘটে অধিষ্ঠান॥ কন্যা

করি মাতা চারি বরদান। পূজা উপদেশ দিয়া হন অন্তর্ধান॥ ক্রমে ক্রমেবয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে দুইজনে। পিতার উদ্দেশে যায় আপন ভবনে॥

হেথা ব্রাহ্মণের দেখ উথলে সংসার। ধন পুত্র লক্ষ্মীলাভ হয়েছে তাঁহার॥ সুখভোগে থাকে কিন্তু জননীর প্রাণ। কন্যা দুটী হেতু সদা থাকে ম্রিয়মাণ॥ কোথা গেলি বাছা তোরা হইয়ে নিদয়া। ভুলিলি কি একেবারে জননীর মায়া॥ এ হেন সুখের কালে আয় গো আবার। চাঁদ মুখে চুম্বদান করি বার বার॥ আর কি আছিস্ তোরা অভাগী সন্তান। বিনা দোষে বনবাসে হারাইলি প্রাণ॥ এইরূপে কাঁদে সতী উদাস মনেতে। হেনকালে কন্যা দুটী আইল ঘরেতে॥ জনক জননী দোঁহে আনন্দে অজ্ঞান। কোলে লয়ে বার বার করে চুম্বদান॥ কন্যা দুটী বলে মাগো ইথু ঠাকুরাণী। বর দিয়া এ সংসার করিলা এমনি॥ কার্ত্তিক সংক্রান্তি হতে প্রতি রবিবার। ভক্তিভাবে ইথুপূজা কর তুমি সার॥ জননী শুনিয়া তবে কন্যা উপদেশ। ইথুপূজা করে সতী ভকতি অশেষ॥ প্রথম পূজায় কন্যা দিল উপদেশ। ব্রতের নিয়ম কিছু শুনহ বিশেষ॥

কদলী খায় লোভ পরবশ। রীতিমত পূজা নাহি হয় সে দিবস॥ আর দিন কন্যা দুটী কহে সেইমত। উপবাসী থাক যদি পালিবে এ ব্রত॥ ভুলিয়া ব্রাহ্মণী তথা বরবটী খান। পূজার প্রত্যক্ষ ফল দেখিতে না পান॥ উপদেশ মত ক্রমে হইয়ে সংযত। অবশেষে নিষ্ঠা করি পালিলা এ ব্রত॥ বর্ষে বর্ষে মার্গশীর্ষে ইথুপূজা করি। বিষম দারিদ্র্য দুঃখ যায় তাড়াতাড়ি॥ কালক্রমে কন্যা দুটী শশীকলা প্রায়। উপনীত হলো আসি যৌবন দশায়॥ ক্রমে ক্রমে উভয়ের বিবাহ ঘটন। আইল সুপাত্রদ্বয় নয়ন রঞ্জন॥ জ্যেষ্ঠার হইল বিভা ধনাঢ্যের ঘরে। মধ্যবিত্তে কনিষ্ঠায় সম্প্রদান করে॥ দিন করি দোঁহে যায় শ্বশুর আলয়। দেখিয়া সবার মনে আনন্দ উদয়॥ নানা দ্রব্য লয়ে জ্যেষ্ঠা যায় গর্ব্বভরে। ইথুপূজা পাত্র মাত্র কনিষ্ঠার করে॥ তাই লয়ে কনিষ্ঠার উথলে সংসার। মদগর্ব্বে জ্যেষ্ঠা কন্যা যায় ছার খার॥ অলক্ষ্মী বলিয়া সবে করিল ঘোষণা। পতি তারে করে ত্যাগ করিয়া লাঞ্ছনা॥

এ দিকে ব্রাহ্মণী করে ইথুপূজা সার। উপহাস ব্রাহ্মণ করয়ে বার বার॥ কুলগ্নে

ব্রাহ্মণের পুত্রের বিবাহ। মহা সমারোহে তাহা হইবে নির্ব্বাহ॥ বরযাত্র সহ দ্বিজ বর লয়ে যায়। জাঁতি নাই পুত্রকরে দেখিবারে পায়॥ পথি মধ্যে রাখি সব নেউটিল ঘরে। ব্রাহ্মণীরে ডাকে দ্বারে করাঘাত করে॥ এ দিকে ব্রাহ্মণী পুত্রে করিয়া বিদায়। এক মনে ইথুপূজা করিবারে যায়॥ পুষ্প চন্দনাদি লয়ে মহা ভক্তিভরে। ইথুপূজা করে সতী কল্যাণের তরে॥ দ্বারেতে ব্রাহ্মণ ডাকে হয়ে ক্রোধান্বিত। সভয়ে ব্রাহ্মণী দ্বার খুলিলা ত্বরিত॥ ইথুপূজা আয়োজনে ব্রাহ্মণের ক্রোধ। তিরস্কার করে নাহি মানে উপরোধ॥ পদাঘাতে ইথুঘট ফেলাইল দূরে। জাঁতি লয়ে যায় দ্বিজ মহা ক্রোধভরে॥ বরযাত্র সহ গিয়া মিলিল সত্বর। পথি মধ্যে ঘটে যাহা শুন অতঃপর॥ দস্যুবেশে লুঠে সব ইথু ঠাকুরাণী। কে কোথা পলায়ে যায় কিছুই না জানি॥ উলঙ্গ বেশেতে বর মাথায় টোপর। কদলীর ঝোড়ে গিয়া কাঁপে থর থর॥ ব্রাহ্মণের শিরে মারে লোহার ডাঙ্গস। পড়িলা ধরণীতলে হইয়া অবশ॥ কন্যা কর্ত্তা বাহিরায় পাইয়া সংবাদ। কি হেতু ঘটিল হেন একি পরমাদ॥ কতক্ষণ অন্বেষিয়া খুঁজে পায় বর।

সংসার ক্রমে যায় ছারেখারে ॥ পুনশ্চ মুষিক ভাব দ্বিজ দুরাচার। আকুল হইয়া ভাবে অকুল পাথার ॥ কোন দিন খায় কোন দিন উপবাসী। কনিষ্ঠা কন্যার ঘরে উত্তরিল আসি ॥ বুড়া বুড়ী দ্বারে আসি দ্বারীরে সুধায়। কোথায় জামাতা মোর ডাকি দেহ তায় ॥ শুনিয়া তাদের কথা দ্বারপাল হাসে। কে তব জামাতা তুমি এসেছ কি আশে ॥ বহুক্ষণে জামাতার পায় দরশন। কাঁদিয়া আপন দুঃখ করিলা জ্ঞাপন ॥ জামাতা চিনিল পরে পরিচয় পেয়ে। দোঁহাকারে বনিতার কাছে যায় লয়ে ॥ দেখিয়া পিতার দশা দুহিতার দুঃখ। ভাবে মনে নিতান্তই বিধাতা বিমুখ ॥ ক্ষৌরকার ডাকি করে মস্তক মুণ্ডন। স্নান করাইতে পরে করে আয়োজন ॥ পরম ক্ষুধার্ত্ত দ্বিজ পেটের জ্বালায়। মাখিবার দ্রব্য সব খাইয়ে ফেলায় ॥ কোন মতে স্নান পূজা করি সমাপন। পঞ্চাশ ব্যঞ্জন অন্ন করিল ভোজন ॥ নানা ভোগে রহে দ্বিজ দুহিতা আলয়। ক্রমে ক্রমে হলো মনে জ্ঞানের উদয় ॥ কন্যা উপদেশ লয়ে মহা ভক্তিভরে। নিজ কল্যাণের তরে ইথুপূজা করে ॥ অতঃপর কিছু ধন হইলে সঞ্চয়। পুনশ্চ ফিরিয়া যায় আপন

জ্যেষ্ঠার হইল মতি ইথুপূজা তরে। আরাধন করে মায়ে মহা ভক্তিভরে॥ হেথায় স্বামীর মন হলো উচাটন। পত্নীর উদ্দেশে লোক পাঠায় তখন॥ মহানন্দে যায় সতী শ্বশুর আলয়। হেরিয়া জননী মনে আনন্দ উদয়॥ দেবীর হইল দয়া এতদিন পরে। সুলক্ষণা হয়ে তথা রয় সমাদরে॥ সকলে প্রত্যক্ষ দেখে ইথুপূজা ফল। অসাধ্য সাধন হয় জানিল নিশ্চল॥ এতদিনে ব্রাহ্মণের দুঃখ নিবারণ। পুত্র কন্যা লয়ে করে দিবস যাপন॥ সুখের সাগরে সবে ভাসিল আবার। সর্ব্ব কর্ম্ম ত্যজি করে ইথুপূজা সার॥

মূল কথা কহিলাম শ্রীগুরু স্মরিয়া। মুখে মুখে কত কথা গিয়াছে বাড়িয়া॥ এই কথা শুনে যেই হয়ে এক মন। ধন পুত্র লক্ষ্মী তার বাড়ে অনুক্ষণ॥ বন্ধ্যার অপত্য হয় না যায় খণ্ডন। হরি বল ইথু কথা হলো সমাপন॥

সমাপ্ত।

হিন্দুপ্রেস,—৬১ নং আহিরীটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শ্রীননীলাল ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।